গোলকায়নের গোলকধাঁধায়

মোজাফ্‌ফর আহমদ

গোলকায়ন নতুন কোনও বিষয় নয়; যোগযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎপাদন বিশেষায়ন ও বিনিময়ের সুযোগ দেশদেশান্তরে মানুষকে নিয়ে গিয়েছে এবং পণ্যের আদান প্রদান ঘটেছে। মুক্ত বাজারের অদৃশ্য হাতের প্রবক্তারা এটাকে এখন কিছু নিয়মকানুনে বাঁধতে চাইছেন এবং সে নিয়ম কানুন অসম উন্নয়ন অবস্থাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয় না বলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া উন্নত দেশের মধ্যে যোগযোগ, প্রযুক্তিক উন্নয়ন ও বিনিময় সম্পর্কে অধিকতর বলে, উন্নতিশীল দেশগুলি সম্মিলিত অবস্থান নিতে না পারায় অসম অবস্থান নিপতিত হয়েছে। এর মূল কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তাদরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধণী দেশের একচেটিয়া আধিপত্য। আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল সবসময়েই বাজারকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে, অন্যদিকে সরকারকে বাজারের অপূর্ণতা পূরণের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নেরনামে উন্নত দেশের সম্পদ বিনিয়োগ সম্ভব করে তুলেছে আরতাদের পক্ষ থেকে সুদাসল আদায় করে চলেছে। বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থাও বাজারে প্রাধান্য বিস্তারকারী সম্পদশালী দেশের স্বার্থকেই মূলতঃ রক্ষা করেছে। যেটা বোঝা দরকার তা হল, বর্তমানে জ্ঞাননির্ভর অগ্রসর প্রযুক্তির বিশ্বে কোনও দেশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে উন্নয়নের গতিকে দ্রুত করতে পারে না। কিন্তু অসম প্রতিযোগিতায় তারউন্নয়ন দ্ধ হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। পরনির্ভরতা কাটিয়ে বাণিজ্য ও বাজার নির্ভরতার দাবিকে বিচার করতে হবে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাণিজ্য সম্পর্ক চাই কিন্তু তা ন্যায্য হতে হবে, নীতিনির্ভর হতে হবে এবং বিপন্ন অবস্থা সৃষ্টি যাতে না করে, তেমন ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব করে তুলতে হবে।

জোশেফ স্টিগলিৎসও তাঁর অভিজ্ঞতার বিচারে গোলকায়নের কারণে যে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ তার বিশ্লেষণ করে যর্থাথই একটা ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। নোয়াম চমস্কিও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় পুরনো আধিপত্যেবাদের স্পষ্ট ছায়া দেখেছেন।

২

বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ বহু শতাব্দী ধরে। এই যোগাযোগ একে ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে ফেলেছিল। গোলকায়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে। অর্থনৈতিক বিচারে গোলকায়ন হল পণ্য ও উৎপাদ বাজারের একীভবন। অ্যাডাম স্মিথ থেকে যারা মুক্ত বাজারের পক্ষে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তাঁদের ধারণা, বিশেষায়ন ও বিনিময় পণ্য উৎপাদনের খরচ কমিয়ে দেয়, পণ্য উৎপাদনের দিগন্ত প্রসারিত করে এবং একীভূত বাজার সংযুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। স্যামুয়েলসন দেখিয়েছেন, পণ্য চলাচল ও উৎপাদ চলাচল সমার্থক অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের ফলে বিভিন্ন উৎপাদের আয় সমপর্যায়ে এসে যায়। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এমনটি ঘটতে দেখেছি। তার একটি কারণ, বিনিময় শর্ত উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক পণ্যের বিপক্ষে চলে যায় আর উন্নত দেশের প্রাযুক্তিক প্রাধান্যের কারণে বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য পায়। অর্থাৎ পণ্য ও উৎপাদের বাজার মুক্ত নয়, প্রতিযোগিতামূলক নয়, বরং একচেটিয়া বাজারের অনেক প্রাসঙ্গিক শর্তগুলো উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিরা ভালো করে আমল করে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে অভিভাসনে বাধা পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, পণ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ।

৩

গোলকায়নের ফলে সামগ্রিক ভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে পণ্য চলাচল বেড়েছে। স্মরণীয় যে, আগেও বাড়ছিল, এখন এটি বাড়বার গতিময়তা বেড়েছে। সেবা ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন একই অভিঘাতের সৃষ্টি করেছে। বিনিয়োগ পুঁজি দ্রুত এক বাজারে থেকে অন্য বাজারে যেতে পারে। শ্রমবাজার কিন্তু একীভূত হয়ে ওঠেনি, বিশ্বের কথা ছেড়ে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। যে প্রশ্নটি আমরা বিবেচনায় আনব তা হল, এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সুরক্ষার কী হল হয়েছে। এদেশের সংহত হাবর, উন্নয়নকে টেকসই করবার, বিনিময় থেকে সুবিধে নেবার শক্তি তার কতটুকু বেড়েছে।

আমরা জানি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ জি ডি পি-র শতাংশ হিসাবে আশি ও নব্বই-এর দশকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অতি দ্রুত ও লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য সত্য। ১৯৮০ সালে এটি ছিল ২৪ শতাংশ, ২০০০ সালে এটি প্রায় ৪০ শতাংশ। অবশ্য এটি অনেকাংশে তৈরি পোশাকের কারণে এবং যার জন্য কোটা-সুবিধা কার্যকর আছে। ২০ বছরে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি অবশ্য দ্রুত বৃদ্ধি বলা ঠিক হবে না। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য-বৈচিত্র্য বা বাজার-বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এছাড়াও নানা প্রকার অন্তঃশুল্ক বাধারও সম্মুখীন হয়েছে। স্মরণীয় যে, নব্বই দশকের শুতে বাংলাদেশ আমদানি শুল্ক হার দ্রুত কমিয়ে এনে বি-শিল্পায়ন অবস্থারও সৃষ্টি করেছে। প্রথম যুগের আমদানি বিকল্প শিল্প প্রায় শেষ হয়ে গেছে, অবশ্য নতুন প্রজন্মের আমদানি বিকল্প শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

৪

বিশ্ব অর্থনীতিতে একীভূতকরণের একটি পারিমাপ হল বিদেশি বিনিয়োগে পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ। এক্ষেত্রেও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগ অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়েছে। অবশ্য অর্থনৈতিক সঙ্কট তাকে শ্লথ করে দিয়েছে। মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ পুঁজির দ্রুত চলাচল সঙ্কটের সময় বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে। যার ফলে মালয়েশিয়া মুদ্রা বিনিময় হারকে আর বাজার নির্ভর রাখেনি এবং স্টকে বিদেশি বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ মূলত ভারতের বিশাল বাজারের কারণে এবং NRB -দের উদ্যোগে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তেমন বিদেশি বিনিয়োগ নীতি যথেষ্ট উদার। এজন্য অনেকেই ভৌত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস সংস্কৃতিকে দায়ী করে থাকে। স্মরণীয় যে স্টকে বিনিয়োগ ব্যবস্থা দেশি ও বিদেশি পুঁজির প্রভাবিত সঞ্চালনে দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীর কাছে এখনও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

গোলকায়নের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি সম্ভাবনা বিনিয়োগ সম্পদের যথার্থ বন্টনকে সম্ভব করে অর্থনৈতিক দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। সে কারণে বাংলাদেশ রপ্তানি বাড়াবার জন্য নানা চেষ্টা করেছে, নানা সুবিধা দিয়েছে, যেমন আমদানি খাতকে উদার করেছে যাতে করে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার হতে পারে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার বিনিয়োগ না হয়। পারিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সংকটপূর্ব সময়ে পূর্ব দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া রপ্তানি প্রসারন থেকে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল লক্ষণীয়। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি, ভারতেই ছিল সবের্বাচ্চ হার। বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৪ শতাংশের মতো। তবে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছিল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অংশ ক্রমেই কমে গেছে। ১৯৭০ সালে ৭৫ শতাংশ, ১৯৮০ সালে ৫০ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে এটি ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্পপণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ১৯৮০ সালে ছিল ৫৮ শতাংশ, ২০০০ সালে এটি প্রায় ৯০ শতাংশ। এটি অবশ্য একদিকে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে সংকট ও তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রসারকে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা এখনও সীমিত এবং রপ্তানি বাজারও গুটিকয় দেশেই রয়েছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমিত যদি না আঞ্চলিক উন্নয়নশীল দেশের সাথে কোনও সমঝোতা হয়। এখানে ভারতের অনাগ্রহ বাংলাদেশকে বেশ বেক ায়দায় ফেলে দিয়েছে।

৫

গোলকায়নের প্রবক্তারা মনে করেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক কর্মসংস্থান বাড়িয়ে ও শ্রমঘন প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে আয়বন্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুষম অবস্থ ার সৃষ্টি করতে পারে। এমনটি ঘটলে দারিদ্রের পরিমাণও কমে যাবে। আয়বন্টনের বৈষম্যের পরিমাপ হলgini coefficient । একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া ছাড় া আয়বৈষম্য ক্ষেত্রে তেমন অভিঘাত লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আয়বৈষম্য সামান্য বেড়েছে, যেমন ঘটেছে ভারত ও থাইল্যান্ডে। আয়বৈষম্য সবচেয়ে বেড়েছে পাকিস্তানে। তবে দারিদ্র বাংলাদেশ ও ভারতে কমেছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্রনিরোধী বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পকে এজন্য কারণ বলে নির্দেশ করা হয়। তবুও দারিদ্র সম্পর্কে গবেষণা থেকে দেখা যায়, এক বিশাল সংখ্যক মানুষ যে কোনও মানবিক, সামাজিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যায়। সম্ভাব্য দরিদ্র ও বর্তমানে দরিদ্র মানুষের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। শতাংশ হিসেবে মোট দরিদ্র কমেনি। গোলকায়নের কারণে উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন সুষম সমাজ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়নি, কারণ যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি এবং আয় বিভাজনও সুষম নয়।

আয়বন্টন নিয়ে গৃহস্থালী-ব্যয় সমীক্ষার ভিত্তিতে কিছু ধারণা করা যায়। আশির দশকের তুলনায় কৃষজ আয়ের অনুপাত কমেছে এবং বড় চাষির তুলনামূলক আয় বেড়েছে। কৃষি শ্রম মজুরির অনুপাত বেড়েছে এবং এখানেও আয় বৈষম্য বেড়েছে, কারণ নারী শ্রমিক এবং সময়কালে শ্রম দেয়, এদের আয় কম। নারীপ্রধান ক ারখানায় সংখ্যা বাড়ছে সামাজকি কারণে। গ্রামে অকৃষি কাজের আয় অনুপাতে বাড়ছে এবং এর ফলে আয় বৈষম্যও বেড়েছে। গ্রামে জমির মালিককানা আরও বৈষম্যমূলক হওয়ায় সম্পত্তি থেকে আয় বিষম হয়ে উঠেছে। গ্রামে আজ বিদেশ থেকে টাকা আসে, এটাও আয় বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়। সম্ভবত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এরই প্রতিফল দেখা যায়। গ্রামীণ ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে, এর ফলেও আয় বৈষম্য বেড়েছে। শহরের ক্ষেত্রে বেতনভাতার অনুপাত কমেছে, কারণ কর্মসংস্থান বাড়েনি এবং এখানে মজুরি বাড়ার কারণে বৈষম্য বাড়েনি। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, যার ফলে আয়বৈষম্য বেড়েছে। সম্পত্তির কিছুমাত্রায় কেন্দ্রীভবন ঘটেছে কিন্তু আয়বৈষম্য এর অভিঘাত তেমন পড়েনি। অর্থাৎ, গোলকায়নের ফলে যাদের সুযোগ সুবিধা বেড়েছে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে বৈষম্যকে বা ড়িয়েছে এবং দারিদ্রের সীমাভিত্তিক পরিমাপে দারিদ্র মামান্য কমলেও আপেক্ষিক দারিদ্র বেড়ে গেছে।

৬

গোলকায়নের মূল ধারণা হল, এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রসার ঘটে, ফলে টেকসই প্রবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু গোলকায়নের অন্য দিক হল বা হ্যিক নানা টানাপোড়েন দেশজ অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এটা পণ্য বাণিজ্যের চাইতে বিনিয়োগ পুঁজির ক্ষেত্রে অনেক বেশি সত্য, যা আমরা এশিয় সংকটের সময় দেখেছি। বাংলাদেশে জিডি পি প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক কালে বেড়েছে এবং সরকার আশা করে যে সামনের বছরে এটা আরও বাড়বে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির ভিত্তি বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ন্য বরং কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি; শিল্পের প্রসার নয়, বরং অভ্যন্তরীন সেবাখাতের সম্প্রসারণ। এদিকে থেকে গোলকায়নের চ াইতে অভ্যন্তরীন চাহিদা সম্প্রসারণ সম্ভবত অধিকতর কাজ করেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে গোলকায়নের ফলে সহজলভ্য পণ্য এবং ভোগের ক্ষেত্রে ‘ডেমন্সট্রেসন এফেক্ট’-এর কথা বলা হয়ে থাকে।

গোলকায়নের ফলে কৃষিপণ্যের দাম বাড়ছে বলে ধারণা রয়েছে, কারণ কিছু কৃষজ পণ্য এখন রপ্তানি হয়। এর ফলে, দরিদ্রের অবস্থা আরও কণ হয়। গোলক ায়নের ফলে বাজারে আমদানি পণ্যের লভ্যতা বেড়েছে। এর ফলে আমদানি বিকল্প উৎপাদন খাত বন্ধ হয়েছে। মানুষ চাকুরি হারিয়েছে। রপ্তানি খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটেনি। ফলে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। বেসরকারিকরণও বেকারত্ব বাড়িয়েছে এবং সরকারি ব্যয়ে যে সাশ্রয় হয়েছে তা দিয়ে তুলনীয় কর্ম প্রসারণ ঘটানো যায় নি। এর ফলে গোলকায়নের কাঙ্খিত কমবৈষম্যের অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেনি।

৭

গোলকায়নের সাথে সংযুক্ত হলেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ ও সুরক্ষা বাড়বে এমন এক স্বয়ংক্রিয় অবস্থা চিন্তা করা যর্থাথ নয়। গোলকায়নের ফলে যে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে তা বেদনাহীন হয় না এবং যারা লাভবান হয় তারা, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের তুলনায় কত অধিক পায় তা অবস্থাভেদে ভিন্ন, কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন দারিদ্র বাড়িয়ে দিতে পারে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটলে আয়বৈষম্যের কমে যাবে, এমন ধারণাও যথাযথ নয় যদি না আয় বন্টন সুষম করতে অন্যতর ব্যবস্থা থাকে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি যদি স্থবির আয়বৈষম্যের সাথে সম্ভব হয় তাহলে অন্তত একথা বলা চলে যে, দারিদ্রের অভিঘাত না বাড়িয়ে গোলকায়ন ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এখানেও সরকারের নীতি বিবেচনা ও দারিদ্র নিরোধী কার্যক্রমের বিস্তার নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। গোলকায়নের ফলে কেবল বাহ্যিক অর্থনৈতিক ধাক্কার অভিঘাত দেশজ অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে না, এর ফলে বিষম বিনিময় শর্তের কারণে প্রবৃদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্য গোলকায়ন উন্নয়ন সাহায়ক কি না,সেটা নির্ভর করে এর উৎপাদন পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর, যা বাংলাদেশের জন্য সত্য নয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষা আসে সুষম আঞ্চলিক ব্যবস্থার মাধ্যমে।বাংলাদেশ তেমন সম্ভাবনাও কার্যকর করতে পারেনি। গোলকায়নের বাইরে থাকা সাহায্য নির্ভর ব াংলাদেশের জন্য তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সুরক্ষা নির্ভর করবে দেশপ্রেমী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের উপর এবং স্বচ্চ জবাবদিহিমূলক সুশাসনের উপর। গোলকায়নের গোলকধাঁধায় যাতে অস্থিরতায় আটকে না পড়ি সেজন্য দক্ষ মানব পুঁজি ও সমাজপুঁজি বিনিয়োগ পুঁজির মতোই আবশ্যকীয়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com